মসজিদ হচ্ছে সেজদার স্থান, অর্থাৎ- নামাজ, তসবিহ, জেকের, তিলাওয়াত, এতেকাফ প্রভৃতি ইবাদতের স্থান। সুতরাং মসজিদকে এসব ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট রাখা জরুরী ও কর্তব্য। আর এজন্য কোরআনুল করিম, হাদিস শরীফও নির্ভর যোগ্য ফতুয়ার কিতাবে নির্দেশ এসেছে। সেসব দলিলের আলোকে প্রচলিত ৬ অসুলী তাবলীগ জামাতের কর্মিদের মসজিদে রাত্রিতে অথবা দিনে ঘুমানো তথা মসজিদকে বিশ্রামাগার বানানো অবৈধ কাজ। একটি পার্টির দলীয় কর্মসূচী পালনে ব্যস্ত এসব লোকের মসজিদে রাতে বা দিনে আরাম করা, ঘুমানো বা বিশ্রাম করা মোটেও শরীয়ত সম্মত নয়। এতেকাফের নিয়তের মৌখিক দাবী করে মসজিদ সমূহকে আবাসিক হোটেল বানানো সম্পুর্ণ অবৈধ কাজ। কেননা, ফকিহ বা মুফতি সাহাবীদের তরফ হতে মসজিদে ঘুমানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আসুন- এবার কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি পর্যবেক্ষন করি।

(১) কোরআনুল করিমে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ্ তালার নির্দেশ রয়েছে। এরশাদ হচ্ছেঃ (ওয়া তাহ্হির বাইতিয়া লিত্তায়েফীনা ওয়াল আকিফীনা ওয়ার রুক্কায়িস সুজুদ) অর্থাৎ আমার ঘরকে পবিত্র কর তাওয়াফকারীদের জন্য, আর এবাদতের উদ্দেশ্যে ইতিকাফকারীদের জন্য, রুকু সেজদা আদায়কারীদের জন্য" (সূরা হজ ২৬ আয়াত)

(২) আল্লাহ তায়ালা এ-বিষয়ে আরো এরশাদ করেনঃ (ওয়া আহিদনা ইলা ইব্রাহিমা ওয়া ইসমাঈলা আন তাহহিরা বাইতিয়া লিত্তায়েফীন, ওয়াল আকেফীন ওয়ার রুক্কায়িস সুজুদ) অর্থাৎ- আমি ইব্রাহিমকে ও ইসমাঈল (আঃ)কে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী ও রুকু সেজদাকারী (অর্থাৎ নামাজ আদায়কারীদের) জন্য পবিত্র করতে নির্দেশ দিলাম। (সুরা আলবাকারাহঃ১২৫)

উক্ত আয়াত শরীফদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-আল্লাহর ঘর (কাবাশরীফ সহ সমস্ত মসজিদ)কে নামাজ, তওয়াফ এতেকাফ-তথা এবাদতকারীদের জন্য পবিত্র রাখতে হবে।

আসুন- আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। বর্তমান প্রচলিত ৬ অসুলী তাবলীগ জামাত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করা বেদায়াতে সাইয়েয়াহ -এর অন্তর্ভূক্ত। মৌলভী ইলিয়াসের ঘনিষ্ট আত্মীয় এবং প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রধান কর্মকর্তা মাওলানা এনামুল হাসান দেওবন্দী-যিনি যৌবনকাল হতে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ইলিয়াস সাহেবের সংগে কাটিয়েছেন এবং তিনি তাঁর প্রধান খলীফা ছিলেন। তিনি (এনামুল হাসান) তাঁর লিখিত উর্দ্দূ পুস্তক (বন্দেগী কি শিরাতুল মুসতাকিম") -এ বলেন - (অনুবাদ) "বস্তি নিজাম উদ্দীনের বর্তমান তাবলীগ আমার

জ্ঞান, বিবেক, কোরআন, হাদিস অনুযায়ী সঠিক নহে-বরং মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাঃ), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী ও হক্কানী আলেমগণের মত ও পথের খেলাফ। যে সমস্ত আলেমগন এই তাবলীগে শরীক আছেন তাদের দায়িত্ব এই যে, সর্ব প্রথম এই কার্যকে কোরআন হাদিস এবং অতীতকালের ইমাম ও হক্কানী আলেমগণের মত ও পথের সাথে সামঞ্জস্য করা। কেননা, ইহা দ্বীন ও তাবলীগের নামে একটি বিভ্রান্তিকর বিষয় প্রচার করছে। এই বিভ্রান্তিকর বিষয় প্রচারের কারনে সকল প্রকার বালা মুসিবত নাজেল হবার হেতু বলেও আমি মনে করি। তাই জনসাধারণকে সাবধান করতে এই বিষয় লিখতে বাধ্য হচ্ছি। তাবলীগ জামাতের ছয় উসুল ও তাদের আকীদা-তথা কর্মকান্ড দেখে আমার কাছে দিনের আলোর মতই পরিস্কার যে, তারা বেদয়াতে সাইয়েয়াহ-এর মধ্যে ডুবে গেছে। কেননা, এই তাবলীগ আন্দোলন কোরআন, হাদিস ও পূর্ববর্তী ইমাম ও-ওলামাগনের মতামত ও দলিলের উপর ভিত্তি করে করা হয়নি"। (বন্দেগী কি সিরাতুল মুসতাকিম)।

(৩) মাওলানা আব্দুর রহিম- যিনি তের/চৌদ্দ বছর তাবলীগ জামাতের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন- তিনি ১৯৬৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী মাদরাসা দারুল উলুম নোমানিয়া তাওয়ালী, জেলা মোজাফফরনগরে দেওবন্দ ও সাহারানপুরের খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, মুফতি মুবাল্লেগ উলামায়ে কেরামগনের উপস্থিতিতে বলেছিলেনঃ (অনুবদ) "তাবলীগ আন্দোলন কোন দলিল-ভিত্তিক নহে। ইহাকে লইয়া কেউ যদি দলিল প্রমানের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, তাকে অবশ্যই পরাজয় বরন করতে হবে এবং তাবলীগ আন্দোলন বিফল সাব্যস্ত হবে।" (উসুলে দাওয়াত ও তাবলীগ নামক উর্দ্দু পুস্তকের ৫০ পৃষ্ঠা হতে ৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এই জন্য ১৯৪০ সনে তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠার পর তারা প্রচারের জন্য মসজিদকেই আবাসিক হোটেলের পর্যায়ভুক্ত করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে তারা এতেকাফের ধুয়া তুলে থাকে। সিগারেট, পান, চা প্রভৃতি খাবার জন্য মসজিদের বাইরে যায়। গল্প গুজব করতে বাইরে বন্ধু-বান্ধবের কাছে যায়। হাট-বাজার করতে যায়। তাবলীগ জামাতের প্রচারের জন্য মানুষের কাছে অলিতে গলিতে যায় এবং রান্না বান্না করতে বের হয়। রোজাও তারা রাখে না- যা সুন্নাত এতেকাফের শর্ত সমূহের একটি। নফল ইতেকাফের জন্য ইবাতদ করা শর্ত। সুতরাং এতেকাফের নিয়তে থাকার বুলিটা শুধুমাত্র মসজিদে থাকা বৈধ করার জন্য বাহানা প্রকৃত এতেকাফের জন্য নয়। সুতরাং নফল এতেকাফের ঐ বাহানা দিয়ে মসজিদে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লাগাতার মসজিদে থাকা, খাওয়া ও ঘুমানো

জায়েয নয়। বিশেষতঃ দলীয় মতবাদ ও তার সাংগঠনিক কার্য কলাপের জন্য মসজিদ ব্যবহার করা হারাম। হে মুসলমানগণ, ঐ জামাতের লোকদের বাহ্যিক নামাজ রোজা ও অন্যান্য আমল এমনই সুন্দর মনে হবে যে, তোমরা তোমাদের নামাজ রোজা ও আমল সমূহকে তাদের তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। এই জামাতের লোকেরা সাধারণ মানুষকে কোরআনের পথে তথা দ্বীনের পথে চলার নামে ডাকবে। কিন্তু চলবে তারা তাদের তৈরী করা পথে। তাদের ওয়াজ ও বয়ান হবে মধুর মত মিষ্টি, ব্যবহার হবে চিনির মত সুস্বাদু, তাদের ভাষা হবে সকল মিষ্টির চাইতে বেশী মিষ্টি, তাদের পোষাক পরিচ্ছদের ধরন ধারন হবে খুবই আকর্ষনীয়।

রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই ইসলাম বহির্ভূত জামাতটি চিনবার সহজ উপায় হল-

১। "তারা যখন মসজিদে তালীমে বসবে, গোল হয়ে বসবে।

২। অল্প সময়ের মধ্যে এই জামাতের লোকদের সংখ্যা বেশী হবে।

৩। এই জামাতের আমীর ও মূরব্বীদের মাথা নেড়া হবে। তারা মাথা কামিয়ে ফেলবে। এদের সাথে তোমাদের যেখানেই সাক্ষ্যাৎ হোক, সংগ্রাম হবে তোমাদের অনিবার্য। এই সংগামে বা যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করবে- তাদেরকে যে পুরস্কার আল্লাহ প্রদান করবেন- তা অন্য কোন নেক কাজে দান করবেন না।"(বোখারী আরবী দিল্লী ২য় ভঃ পৃঃ ১১২৮, বোখারী, আরবী দিল্লী ঃ ২য় ভঃ পৃঃ ১০২৪, বাংলা অনুবাদ সহি আল বোখারী-৬ষ্ঠ খন্ড হাদিস নং-৬৪৪৯, ৬৪৫০, ৬৪৫২,৭০৪১ আধুনিক প্রকাশনী)।

৩৬হিজরীতে খারেজীরা হযরত আলী রাদি আল্লাহু আনহু-এর দল ত্যাগ করে নিজস্ব দল গঠনের জন্য ইরাকে আদুল্লাহ-বিন ওহাব রাসেবীর গৃহে সমবেত হয়। তাই ছিল তাদের প্রথম ইজতিমা। ইলিয়াসী তাবলীগীরা ঐ দলেরই একটি শাখা। তারা ইজতিমা করে টঙ্গীতে।

তারা যদি ভন্ড এবং শয়তানির দল না-ই হবে, তাহলে সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন এবং অনুসন্ধান করুন যে, ইরাকে, বসনিয়ায়, আফগানীস্থানে, ফিলিস্তিনে মুসলমান ভাই ও বোনেরা যে ভাবে মার খাচ্ছে- তাবলীগীরা কোন প্রতিবাদ মিছিল বা জনসভা করছে বলে কোন প্রমাণ দিতে পারবেন

তারা মাথায় গোল টুপি, পাগড়ী ও লম্বা জুব্বা পরিহিত হয়ে যেভাবে চলে, সাধারণ মানুষ মনে করে- তারাই প্রকৃত মুসলমান। কিন্তু ভাইয়েরা, অবশ্যই তারা তা নয়। ওহাবী ও ইহুদীদের অর্থ নিয়ে মুসলমান ভাই বোনদেরকে বিপথে নেওয়ার জন্য মিষ্টিমধুর বানী দিয়ে তাদের দলে ভিড়ানোর জন্য এটি একটি সুপরিকল্পিত শয়তানী খেলা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

আমার বক্তব্য- মুসলিম সমাজ! সাবধান। এখন হতে যদি তাদের উক্তরূপ অপব্যখ্যার পথ বন্ধ না করেন, তবে জেনে রাখুন- তাবুক যুদ্ধের সময় মদিনার উপকণ্ঠে মাত্র একটি

মসজিদে জেরার তৈরী হয়ে ছিল- এখন প্রত্যেক জুম্মা মসজিদ উক্তরুপ জেরার মসজিদে রুপান্তরিত হতে চলছে। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাবুক যুদ্ধে জয়ী হয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই উক্ত জেরার মসজিদটি ধংস করা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসঃ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কোরআনের (ব্যাখায়) নিজের মনগড়া কোন কথা বলবে, সে যেন নিজের ঠিকানা দোজখে বানিয়ে নেয়"। অপর বর্ণনায় আছে- "যে ব্যক্তি কোরআনের মর্ম উদঘাটনের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মনগড়া কোন কথা বলবে- সে যেন তার স্থায়ী ঠিকানা দোজখে বানিয়ে নেয়" (মিশকাত মাসাবিহ ২৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) যাঁরা হজ্জের নেকী অর্জনের আশায় বিশ্ব ইজতেমায় যান এবং চিল্লায় যান- তাদের জন্য নিম্নোদ্ধৃত হাদিসটি পেশ করা হলঃ আবুসাইদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে- রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "নেকী অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদে যাওয়া যাবেনা। যথা- মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নব্বী" (মেশকাত/৬৭ পৃঃ)। এখন কথা হল- ইলিয়াস সাহেবের এই চিল্লা আবিষ্কারের আগে যারা চিল্লা দেন নাই- তাহলে তাঁরা কি ঈমানের স্বাদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন?..... নাউজুবিল্লাহ।

সাবধান, মুসলমান ভাইগণ! ইলিয়াসি তাবলীগ জামাত যে গোপনদল বা উম্মত- তার আর একটি উত্তম প্রমান হল- তারা আগাখানি বা কাদিয়ানীদের ন্যায়- তাদের নিজ বংশ এবং আত্মিয়স্বজন ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমির, ঈমাম ইত্যাদি বানায়না- স্বীকার করে না। তাই মৌঃ ইলিয়াসের পর বিশ্ব তাবলীগের আমীর বানায় তার ছেলে মৌঃ ইউসুফকে। মোঃ ইউসুফের পর তার আত্মীয় এনামুল হাসানকে বিশ্ব তাবলীগের আমীর করা হয়েছে। তিনি এখনও জীবিত। মৌঃ ইলিয়াস তার ৫০ নং মলফুজাতে নিজকে সকল নবীগণের (আঃ) সমান হওয়ার দাবী করেছে। তিনি নবুয়াতের মিরাছ পেয়েছেন বলে ১৫০নং মলফুজাতে বলেছেন। তিনি পাক কালামের আয়াতের তাফসীর পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন। ইহাতে মৌঃ ইলিয়াস প্রমান করেছেন যে, তিনি একজন নবী ও ইসলামের নামের আড়ালে নতুন ইলিয়াসী ধর্ম প্রবর্তক এবং তার অনুসারিগণ তার উম্মত। মৌঃ ইলিয়াসের মুখ জবানী মলফুজাত বা নীতি মালার অনেক বিষয় বস্তুই ইসলামের পরিপন্থি। আমি আশা করি- উক্ত লেখা থেকে মৌং ইলিয়াস ও তার তাবলিগিদের যাবতীয় মিথ্যা ভুল ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে নিজ দিগকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

তথ্য সূত্রঃ

১/ হেদায়েতে তাবলীগ। ২/ স্বপনে দেখা তাবলীগ। ৩/ "মলফুজাত" মৌঃ ইলিয়াস